খোলসা করে বলা হল না কেন? আগের সরকারের আমলে ঐ পে কমিশন তৈরি হয়েছিল বলে? বা গত চার বছরে এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে, হঠাৎ করেই এখন বলা হল কেন? নির্বাচন এগিয়ে আসছে বলে? তৃতীয়ত, সরকারী দপ্তরে স্থায়ী নিয়োগ প্রায় বন্ধ। যা হচ্ছে চুক্তি অথবা রি-এমপ্লয়মেন্ট। তাহলে আজ থেকে ১০ বছর বা ২০ বছর পর প্রশাসনে কতজন স্থায়ী কর্মচারী থাকবেন যাঁরা পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর ঘুরতে যাবেন? তাছাড়া অন্যান্য সভায় লাখ-লাখ নিয়োগের কথা বলা হয়। সেদিন সরকারী দপ্তরে নিয়োগ নিয়ে সরকারী কর্মচারীদের সভায় টুঁ শব্দ করা হল না কেন?

প্রশ্ন ঃ (৪) এই তো কেমন ধর্মঘটের দিনে কাজ করার জন্য সি সি এল ঘোষণা করা হল?

উত্তর ঃ সি সি এল তো পাওয়া যায় ছুটির দিনে জরুরী প্রয়োজনে অফিসে হাজিরা দিতে হলে। তাহলে সরকার কি মেনে নিচ্ছে ২ সেপ্টেম্বর সরকারী অফিসে ছুটির দিন ছিল। আর যদি ছুটির দিনই হয় তাহলে ঐ দিন যাঁরা আসেন নি, তাঁদের বেতন কাটা বা ডাইস-নন হয় কি করে? ছুটির দিনে অফিসে না এলে বেতন কাটা যায়? সরকারের ঘোষণা মতন ঐ দিন নাকি 'মোর দ্যান নর্মাল' এ্যাটেনডেন্স ছিল (৯৭%!!)। তাহলে মোর দ্যান নর্মাল-এর দিনে কাজ করার জন্য সি সি এল?? মহম্মদ বিন তুঘলকও ভাবতে পেরেছিলেন? তাছাড়াও, আমাদের ধর্মঘটের অধিকার রয়েছে। অথচ ধর্মঘটের আগে একাধিক অগণতান্ত্রিক ফতোয়া জারি করা এবং পরে ধর্মঘটের দিন কাজ করার জন্য সি সি এল-এর ঘোষণা কি ধর্মঘটের অধিকারকে লঘু করার চক্রান্ত নয়?

প্রশ্ন ঃ (৫) বর্তমান রাজ্য সরকার কি করবে? আগের সরকারের ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে।

উত্তর ঃ ঋণ করতে হয় না এমন কোন রাজ্য সরকার আছে? রাজ্যগুলির মধ্যে ঋণের পরিমাণে পাঞ্জাব তো এখন শীর্ষে। তাহলে সেখানকার কর্মচারীরা মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন না? কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণতো সর্বাধিক। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন না? আর সত্যিই যদি ঋণ সমস্যার কারণেই কর্মচারী-শিক্ষকদের পাওনা বকেয়া থাকে, তাহলে খেলা-মেলা-উৎসব, বিভিন্ন ধরনের 'ভূষণ' পুরস্কার, বিশাল বাহিনী নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ এসবের অর্থ আসে কোথা থেকে? মাত্র চার বছরেই এই সরকারের বাজার থকে ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৬ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা। আর পূর্বতন সরকারের ৩৪ বছরে বাজার থেকে ঋণ করেছিল ৭২ হাজার কোটি টাকা। অথচ ২০১৫-১৬ সালে বেতন-ভাতা ও পেনশন খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল, খরচ হয়েছে তার থেকে কম। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকাও খরচ না হয়ে পড়ে থাকছে। তাহলে এত ঋণের টাকা যাচ্ছে কোথায়? শুধুমাত্র উৎসব আর ফূর্তি করতেই সব উড়ে যাচ্ছে?!

প্রশ্ন ঃ (৬) বেশ, কেমন কর্মচারী সমস্যা খতিয়ে দেখার জন্য 'গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স' তৈরি করা হয়েছে। এটা দরদী মনের পরিচয় নয়?

উত্তর ঃ পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছরেরও বেশী সময় কেটে গেছে। এই সময়ে বিভিন্ন সংগঠন বারবার চিঠি দিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে, আলোচনায় বসতে চেয়েছে। উত্তর দেওয়াতো দূরের কথা, চিঠির প্রাপ্তিটুকুও স্বীকার করা হয়নি। আজ মেয়াদের একেবারে শেষ লগ্নে এসে মনে হল শিক্ষক-কর্মচারীদের সমস্যা খতিয়ে দেখা দরকার?

সবশেষে বলি, সভা মঞ্চ থেকে ঘোষণার ফুলঝুরি আগেও ছুটেছে। 'ক্যাশলেস হেলথ্ স্কীম' (পুরোটা নয়, এক লাখ টাকা পর্যন্ত) বা সরকারী কর্মচারীদের জন্য আবাসন স্কীম 'আকাঙ্খা'। কর্মচারী বন্ধুদের কোন আকাঙ্খাই পূরণ হয়েছে কি? ক্যাশলেস স্কীম নিয়ে অধিকাংশ হাসপাতালের প্রতিক্রিয়া কি? অভিজ্ঞতা কি বলে? ঐ দিন হাততালি যাঁরা দিচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন মুখ ফস্‌কে একথা বলে ফেলেছিলেন। 'রাফ এন্ড টাফ'-এর ধমক শুনে থমকে গেছেন। ভাগ্যিস 'মাওবাদী' তক্‌মা জোটেনি।

প্রগতিশীল নাটক চিন্তার খোরাক যোগায়। কিন্তু 'প্রহসন' শুধুমাত্রই বিনোদনের মাধ্যম। জীবন-জীবিকার সমস্যা সমাধানের রাস্তা নয়। জীবন-জীবিকার সমস্যা সমাধানে আন্দোলন সংগ্রামই পথ। সব কালে, সব দেশে, এ রাজ্যেও। প্রায় সবাইতো বোঝেনই, যাঁরা হাততালি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরাও, বোঝেন। তাই মন থেকে ভয়ের ধুলো ঝেড়ে সাফ করুন। আবার রাস্তায় নামতে হবে। চোয়াল শক্ত আর হাত মুঠো করে। সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তির থেকে 'রাফ এন্ড টাফ' পৃথিবীতে আর কিছু নেই । ইতিহাসের শিক্ষা সেকথাই বলে। তাই আসুন, বন্ধু, বাৎসরিক 'ভিক্ষা'-র ছলনায় না ভুলে, অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে জমাট ঐক্য নিয়ে আমরা পথে নামি । এক নতুন ইতিহাসের কারিগর হই আমরা।

আহ্বায়ক সংগঠনসমূহ

● রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ● এ বি টি এ ● এ বি পি টি এ ● আই এন টি ইউ সি ● জয়েন্ট কাউন্সিল ● যুক্ত কমিটি ● স্টিয়ারিং কমিটি ● পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন ● পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কম্যানস ইউনিয়ন ● পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি ● কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ● অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কম্যানস ফেডারেশন ● পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন ● ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● ইউনিটি ফোরাম ● জয়েন্ট কাউন্সিল অব এ্যাকশান অব ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ● সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি ● সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ● কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন ● বি পি টি এ ● বি টি ই এ ● পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ ● প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ ● কে এম সি মজদুর ইউনিয়ন ● কে এম সি ক্লার্কস ইউনিয়ন ● কে এম সি ইঞ্জিনীয়ার্স এন্ড এ্যালায়েড সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন ● পৌর শিক্ষক ও কর্মী সংঘ ● পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক সমিতি ● অল বেঙ্গল প্যারা মেডিক্যাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● নার্সেস ইউনিটি ● পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্মচারী সমিতি ● পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষদ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন

যৌথ মঞ্চের ওয়ার্কিং টিমের আহ্বায়ক মনোজ কান্তি গুহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিও-প্রিন্ট, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চের আহ্বান

ভিক্ষা নয়, অধিকারের স্বীকৃতি চাই

রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতন পান, এমন যে কোন শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনার কোন্ কোন্ জরুরী দাবি বকেয়া রয়েছে, তিনি চোখ বুজে গড় গড় করে তা বলে দিতে পারবেন। বলে দিতে পারবেন, কারণ এর কোনটিই নতুন দাবি নয়, দীর্ঘদিন ধরে যেগুলির সুযোগ পাচ্ছিলেন সেইসব দাবি, ফলে এ সম্পর্কে তাঁর সম্যক উপলব্ধিও রয়েছে। যাঁকে প্রশ্ন করা হল, তিনি যদি কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকেন, আশা করেছেন সংগঠন তাঁর কথা এবং তাঁর মতই আরও অনেক অনেক মানুষের কথা, ন্যায্য দাবি সময়ে অর্জিত না হওয়ার যে যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরবে। আর যিনি কোন সংগঠনের সাথেই যুক্ত নন (এমন কর্মচারীর সংখ্যা কমই), তিনি অসহায়ভাবে সরকারের মুখাপেক্ষী থেকেছেন—যদি কোন এক সুন্দর সকালে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়। যাঁরা চেয়েছেন সংগঠন তাদের কথা বলুক বা তাঁর মত সকলকে নিয়ে দাবি আদায়ে উপযুক্ত কর্মসূচী নেওয়া হোক—তাঁদের মনের ইচ্ছা অনেকাংশেই পূরণ হয়েছে। কারণ শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় সব সংগঠনই রাস্তায় নেমে দাবি আদায়ে সচেষ্ট হয়েছে। প্রথমে আলাদা আলাদা, তারপরে একসাথে। কনভেনশন, মিছিল, সমাবেশ, বিক্ষোভ-সভা এসব তো হয়েছেই, এমনকি ধর্মঘটও হয়েছে (২ সেপ্টেম্বর '১৫)। এক কথায় Left no stone unturned। প্রায় সব সংগঠনই রাস্তায় নেমেছে একথা বলা হল বা প্রায় শব্দটা ব্যবহার করা হল কারণ একটি সংগঠনের কথা আমরা জানি যারা কর্মচারীদের ইচ্ছে, চাহিদা বা দাবিকে গুরুত্ব না দিয়ে, সরকারকে তোষণ করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। পাছে সরকার রেগে যায় (!) তাই আন্দোলন-লড়াই চুলোয় যাক্, বরং অনুনয়-বিনয় করে হাত কচলিয়ে যদি কিছু ভিক্ষে পাওয়া যায়—এই ভাবনাই ঐ ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে কাজ করেছে। 'দাবি'-কে 'ভিক্ষা'র স্তরে নামিয়ে আনতে যাঁরা বিন্দুমাত্র বিবেক দংশন অনুভব করেন না, তাঁদের আরও একবার ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা উচিত। অনিচ্ছুক হাতের সামনে 'ভিক্ষাপাত্র' পাতলে সামান্য কিছু খুচরো পয়সা ছুঁড়ে দেবার মতন ঘোষণাই হবে, অর্জিত অধিকার ও দাবিকে রক্ষা করার বা নতুন দাবি অর্জনের বাস্তবতা তৈরি হবে না। হাততালির ঝড় তুলে কানে তালা লাগানো যায়, কিন্তু এতে পেটও ভরে না, মনের জ্বালাও জুড়োয় না। রাজ্যজুড়ে কর্মচারী বন্ধুরা নিজেদের চোখে না হলেও টেলিভিশনের দৌলতে সম্প্রতি এমনই একটি সভার নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখেছেন। অবশ্য শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যৌথ আন্দোলনের চাপেই যে এই নাটকের স্ক্রিপট্ লেখা হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঐ সভায় ভিক্ষাপাত্রে একটা করে খুচরো পয়সা ছোঁড়ার মত কিছু ঘোষণা করা হয়েছে, আর মজার কোন খেলা দেখে বাচ্চারা যেমন হাততালি দেয়, ঠিক তেমনই হাততালি পড়েছে। যাঁরা হাততালি দিয়েছেন, তাঁরা আদৌ মনের খুশিতে এই কাজ করেছেন না করতে বাধ্য করা হয়েছে (টিফিন প্যাকেট আর চোখ রাঙানির বিনিময়ে), তা অবশ্য জানা যায়নি। এই প্রশ্নটাও গৌণ। মূল প্রশ্ন হল ঢাকঢোল পিটিয়ে যে সভাটা করা হল তার পরিণতিকে আমরা কি বলব? 'ট্র্যাজেডি অফ এররস্' না 'কমেডি অফ এররস'? বোঝা মুস্কিল। 'ট্র্যাজেডি' বা 'কমেডি'র গোলক ধাঁধায় না ঢুকে আমরা বরং এক সহকর্মী, যাঁর মন না চাইলেও শরীরটা ঐ সভায় যেতে বাধ্য হয়েছিল, তার নিজের কাছেই কয়েকটি জিজ্ঞাসাকে বোঝার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন ঃ (১) ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতা তো ঘোষণা করা হল। খুশি হওয়া তো উচিত?

উত্তর ঃ (১) গত চার বছরের অভিজ্ঞতা হল, বছরে একবার, জানুয়ারি মাসের বেতনের সাথে মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়। এবারেও তাই দেওয়া হল। নতুন কি হল যার জন্য নবান্নের চোদ্দ তলা থেকে ঘোষণা না করে, অফিস ফাঁকা করে লোক-লস্কর ডেকে এনে নেতাজি ইন্দোর স্টেডিয়াম থেকে ঘোষণা করা হল?

দ্বিতীয়ত, ১০ শতাংশ পেলেও বকেয়া থাকবে ৪৪ শতাংশ। আর কর্মচারীরা যখন ১০% হাতে পাবেন, তখন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের আরও এক কিস্তি মহার্ঘভাতা পাওয়ার সময় হয়ে যাবে। ফলে পার্থক্য থেকে যাবে প্রায় একই। শুধু তাই নয় ঐ সময় থেকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন কমিশনও চালু হয়ে যাবে। ফলে ফারাকটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

তৃতীয়ত, আমাদের মহার্ঘভাতা প্রাপ্তি হয় কেন্দ্রীয় হারের কিস্তি অনুযায়ী। আমাদের বকেয়া ছিল ৫৪%, প্রথম বকেয়া দুটি কিস্তি ছিল ৭% ও ৮%। ১৫% ঘোষণা করলে বোঝা যেত যে দুই কিস্তি একসাথে দেওয়া হল। ১০%-এর হিসেব এল কোথা থেকে? তাহলে কি কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিটাই অস্বীকার করার চেষ্টা হচ্ছে?

প্রশ্ন ঃ (২) পে-কমিশন তো তৈরি হল। আর কি চাই?

উত্তর ঃ এইভাবে পে কমিশন ঘোষণা করা যায় না কি? পে কমিশনের চেয়ারম্যান কে হবেন, সদস্য কারা হবেন, টার্মস অফ রেফারেন্স কি হবে, কত শতাংশ মহার্ঘভাতা বেসিকের সাথে সংযুক্ত হবে, ইন্টেরিম রিলিফ কি হবে— কোন কিছুই নেই, শুধু পে কমিশনের ঘোষণার মানে কি? আবার ঘোষণা অনুযায়ী পে কমিশন বসবে অক্টোবরে, কার্যকরী হবে জানুয়ারি থেকে অথচ জানুয়ারি থেকেই সরকার এখনকার হারেই ডি এ দেবে, এটা কি স্ব-বিরোধী নয়? পে কমিশনের অনুমোদন ছাড়া সরকার কোন ঘোষণা করতে পারে? তাছাড়া পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের কি হবে? সেগুলি অসম্পূর্ণ রেখেই নতুন বেতন কমিশন বসবে?

প্রশ্ন ঃ (৩) এই যে ৫ বছর অন্তর রাজ্যের মধ্যে আর ১০ বছর অন্তর রাজ্যের বাইরে, এমনকি বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ, দারুণ ব্যাপার না?

উত্তর ঃ কথায় বলে পেটে খেলে পিঠে সয়। আর্থিক দাবি-দাওয়া বকেয়া থাকবে আর কর্মচারীরা হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়াবেন এমনটা কি বাস্তবসম্মত? দ্বিতীয়ত, ১০ বছর অন্তর এল টি সি এবং চাকরি জীবনে মোট তিনবার এল টি সি-র সুযোগ পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় অংশের সুপারিশেই ছিল। সেটা